OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 357 - 362
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 357 - 362
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শহীদুল্লা কায়সারের ‘সারেং বৌ’ : নাবিক পরিবারের অন্দরমহলের খোঁজ

ড. আনিসুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : anisurrahaman1988@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Embracing the inherent responsibility, Contemporary Time and Society, Subaltern, Disintegration, Muslim Society.

Abstract

Shahidulla Kaisar was a distinctive storyteller of the 1930s in the twentieth century. He entered the literary world by embracing the inherent responsibility an artist has toward his contemporary time and society. Naturally, in the works of this little-known narrative artist, the voices of the illiterate, the impure, and the downtrodden have come to the forefront. He took up the pen for those who have no roof over their heads—for those who are boatmen, slum dwellers, and laborers.

One of his notable novels centered on the life cycle of the downtrodden is Sareng Bou. In Sareng Bou, Shahidulla Kaisar skillfully portrays the life stories of the boatmen cast out from the Brahmin community — those known to us as ‘Subaltern’ The decline, disintegration, and subsequent reconstruction of coastal families[5] form the central theme of Sareng Bou. Alongside this, the narrative also reveals the tale of the self-struggle of the Sareng Bou bride. Through his reportage in Sareng Bou, the novelist Shahidulla Kaisar has artistically rendered the lives of Muslim women and the women of Muslim society with a focus on personal experience and sensitivity.

Discussion

আবু নাঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ওরফে শহীদুল্লা কায়সার ১৯২৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি অধুনা বাংলাদেশের ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ আরবি-ফারসি ও উর্দু ভাষা-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। পিতার কাছ থেকেই তিনি অর্জন করেন মানবতার আদর্শ। দেশবিভাগ, উদ্‌বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষের মূল্যবোধকে তলানিতে নিয়ে গিয়েছিল। ঠিক এই সময়েই তাঁর সাহিত্যজগতে আবির্ভাব। স্বভাবতই তাঁর লেখনীতে উঠে এসেছে বিপর্যস্ত মানুষের প্রতি মায়া-মমতা-ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা। তিনি নিজের অন্তরের তাগিদেই সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য, পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের শোষিত মানুষের জন্য এবং অবহেলিত নারীদের জন্য কলম ধরেছেন,

> “প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় শহীদুল্লা কায়সার বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। শোষণহীন, সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। তাঁর লেখনীশক্তি, বক্তৃতা দেওয়ার অসামান্য ক্ষমতা,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 357 - 362
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> মানুষকে প্রভাবিত করার কৌশল তাঁকে পার্টির মধ্যে এবং সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলে। অবিভক্ত বাংলা'য় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করতে থাকেন।"[১]

'সারেং বৌ' সেই ধারারই বলিষ্ঠ আখ্যান। উপন্যাসের ন্যারেটিভে নোয়াখালির উপকূলীয় অঞ্চলের এক প্রত্যন্ত গ্রাম বামনছাড়ির মুসলিম নাবিকদের জীবন এবং জীবনসংগ্রামের কাহিনি উঠে এসেছে। উঠে এসেছে এক সারেং বৌ নবিতুনের আত্মসংগ্রাম ও আত্মনির্মাণের কাহিনি। মুসলিম জীবন ও মুসলিম সমাজের নারীকে ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় ও সংবেদনশীলতায় শিল্পিত রূপ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক শহীদুল্লা কায়সার তাঁর 'সারেং বৌ' উপন্যাসের প্রতিবেদনে।

উপন্যাস শুরু হয়েছে নাবিক বৌ নবিতুনের নিত্য দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। যারা সমুদ্রের মানুষ, সমুদ্র যাদের জীবিকা, সমুদ্র যাদের জীবনের গান, সাগরের বুকে ডিঙি ভাসিয়ে যারা মাছ ধরে, সাগরের তরঙ্গে চড়ে যারা চলে যায় দূরদেশে সেইসব নাবিক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নীচেই। নবিতুনের জীবনকাহিনিই তার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। নবিতুনের স্বামী কদম গ্রাম থেকে নদী পেরিয়ে জীবন-জীবিকার সন্ধানে তথা নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের পথ খুঁজতে সাগর দেশে পাড়ি দেয়। বাড়িতে রেখে যায় বউ নবিতুন এবং একমাত্র মেয়ে আককিকে। জমিজিরেত যে নেই তা কিন্তু নয়। তারা চাষও করে। তবু তারা সমুদ্রের মানুষ। সমুদ্রের মায়াবী নেশার মানুষ তারা। কদমও সেই মায়ায় আটকে পড়ে।

কদম প্রতি তিনমাস অন্তর যা টাকা পাঠাত তাতেই নবিতুনের ছোট্ট সংসার কোনোরকমে চলে যেত। মাঝেমধ্যে রঙিন শাড়ি, ফুলের তেল, গন্ধ সাবান আরও কত কী নিয়ে আসত কদম বৌ-মেয়ের জন্য। এমনই হয়ে আসছে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে। কিন্তু, -

> "...এবার কি হল। গেছে সেই যেবার মুরগির মড়ক লাগল গ্রামে–সেই বছর। তারপর দু'বছরের জায়গায় তিনটি বছর কেটে গেল, না একটা খবর, না একখানা চিঠি। এমন তো হয়নি কখনো?"[২]

এহেন অবস্থায় গ্রামের কেউ কেউ ধরে নেয় কদম আর ফিরবে না। সে মারা গেছে। কিন্তু নবিতুন প্রাণে একরাশ আশা নিয়ে সংসারের চাকাকে একাই গড়িয়ে নিয়ে যায়। অন্যের বাড়ি থেকে ধান নিয়ে এসে ঢেঁকিতে চাল তৈরি করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় নবিতুন। কষ্টসাধ্য কাজ, কিন্তু বিকল্প আয়ের উৎস না থাকায় নবিতুন সেটাই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়,

> "বারা বান্দা পরিশ্রমের কাজ, মেহনতের কাজ। অত বড় আর ভারি ঢেঁকিখানাকে টলাতে পায়ের জোর গায়ের জোর সবই ঢেলে দিতে হয়। আড়ায় মুখ রেখে ঘনঘন নিঃশ্বাস নেয় নবিতুন। দূর করে ক্লান্তিটা। ওর কপালে আর নাকের ডগায় মুক্তোর মতো সাদা-সাদা ঘামের বিন্দু।"[৩]

শুধু ধান থেকে চাল তৈরি নয়, মুরগি পালা, হাঁস পালা, চাটাই বোনা, কোরা বানানো, ডুলা বানানো নানান কাজে লিপ্ত থেকে সংসারের চাকাকে গড়িয়ে নিয়ে যায় নবিতুন।

এদিকে দীর্ঘসময় স্বামী ফিরে না আসায় গ্রামের দুশ্চরিত্র মানুষ সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে চায়। তারা নবিতুনকে টাকার লোভ দেখিয়ে বশে আনতে চায়। পুবপাড়ার লুন্দর শেখ অসহায় নারী নবিতুনকে ভোগ করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। গুঁজাবুড়ি তার শাগরেদ। এই গুঁজাবুড়িই বর্তমানে নবিতুনের গায়ের জ্বালা ও গলার বিষ। কেননা সে-ই নানান ছুতোনাতায় নবিতুনের কাছে এসে লুন্দর শেখের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা বলে, -

> "ভেবে দেখরে নবিতুন, আমার কথাটা ভেবে দেখ। পালংকে বসে পায়ের উপর পা তুলে খাবি, থুবি, হুকুম চালাবি। হু করবি অমনি হ্যাঁ করে ছুটে আসবে এক গন্ডা দাসীবান্দী। হাত টিপবে, পা টিপবে বান্দী। চুল আঁচড়াবে, গোসল করাবে বান্দী। এরি নাম না ঘর করা।"[৪]

কিন্তু নবিতুন বাইজি নয়, সে সহজ-সরল গ্রাম্য বধূ। তার মধ্যে রূপের বাহার, যৌবনের জ্বালা, সর্বোপরি নিজের ছোট্ট পরিবারে আর্থিক অভাব-অনটন থাকলেও নিজের সতীত্বকে বিক্রি করতে রাজি নয়। আত্মসম্মানবোধে সজাগ-সচেতন ও সতর্ক নবিতুন। তাই সে গুঁজাবুড়ির লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। মানুষের লোলুপদৃষ্টি এবং দীর্ঘসময় স্বামীর অনুপস্থিতি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 357 - 362
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একজন নাবিক বধূকে কতটা কাঁটার আঘাত সহ্য করতে হয় সেই বিষয়টিকে এখানে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক শহীদুল্লা কায়সার।

উপন্যাসের নাম 'সারেং বৌ' হলেও ন্যারেটিভে সারেং তথা একজন নাবিকের জীবনকাহিনিও বাস্তবসম্মত ভাবে উঠে এসেছে। আমরা 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস পাঠ করে জেনেছি জেলেদের জীবনকাহিনি; জীবনের স্বাদ যেখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়। অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, বঞ্চনার মধ্য দিয়ে তারা কালাতিপাত করে। বছরের অধিকাংশ সময় তাদের দু-মুঠো অন্ন জোটে না। কোনোরকমে দিনযাপনের গ্লানিতে নির্বাহ হয় তাদের জীবনের অধিকাংশ সময়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, -

> "জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোন দিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোন দিন সাঙ্গ হয় না। ...ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে পুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"[৫]

ঠিক তেমনই নাবিকদের জীবন। তাদের জীবনও নানান সমস্যাপীড়িত। সমুদ্রের মাঝে জাহাজে আগুন লেগে গেলে তাদের অকালেই প্রাণ ঝরে যায়। সর্বনাশা আগুন গ্রাস করে নেয় গোটা জাহাজকে। দেখতে দেখতে ছাই হয়ে যায় কোটি কোটি টাকার পণ্য। সওদাগরি জাহাজ ধীরে ধীরে তলিয়ে যায় আটলান্টিকের অতলে। তখন ক্লান্ত-ব্যর্থ নাবিকের দল প্রাণটা হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মহাসাগরের অজানায়। কেউ সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের প্রাণটাকে বাঁচিয়ে আনতে পারে, কারও বা জীবন সমুদ্রেই গিলে খায়। তেমনই এক ঘটনার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ করিয়েছেন ঔপন্যাসিক এবং নাবিকদের জীবনকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে আমরা দেখি রুতুন্দা জাহাজে আগুন লেগে গেলে নাবিকরা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছায়। কিন্তু দক্ষ নাবিক তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনকে তারা আয়ত্তে নিয়ে আসে, -

> "রুতুন্দা তলীর কান্ডারী, ওরা হুঁশিয়ার। ঝড়-ঝঞ্ঝায় ওরা নির্বিচল। দুর্যোগের মুখে দুঃসাহসী। সবাই মিলে ওরা আগুনটাকেই ঘিরে ধরেছে। সক্রিয় হয়েছে পাম্পগুলো। হাতে হাতে পাইপের মুখগুলো নিবদ্ধ আগুনের দিকে। অগ্নিনির্বাপী শত সহস্র তীরের মতো পানির ধারা ছুটে পড়ছে আগুনের ওপর। কিছুক্ষণের ভেতর আয়ত্ত হয়ে গেল আগুনটা। অক্ষত রইল জাহাজ। পুড়ে গেছে কিছু পণ্য। তা নিয়ে মাথা ঘামায় না নাবিকের দল। ওদের মায়া জাহাজের জন্য।"[৬]

আগুনের সঙ্গে লড়াই করে তারা নিজেদের প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারলেও সামুদ্রিক ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হওয়া খুব কঠিন, -

> "কান্নার রোল পড়েছে রুতুন্দা জাহাজে। যে শিশু রক্ষা পেল, বাবা তার এখনো ডুবন্ত জাহাজে। যে বধূ পৌঁছল নিরাপদ আশ্রয়ে, মাত্র কয়েক হাত দূরেই স্বামী তার তলিয়ে চলেছে জলের অতলে ওরই চোখের সুমুখে। তাই শিশু আর মেয়েরা কান্না জুড়েছে। ওদের আকুল কান্না ছাপিয়ে যায় সমুদ্রের গর্জন।"[৭]

এ তো গেল সমুদ্রের সঙ্গে নাবিকদের মরণপণ লড়াই। ডাঙায়ও তাদেরকে খুব সাবধানে মেপে মেপে পা ফেলতে হয়। কেননা সেখানে আছে যৌনকর্মীদের সঙ্গসুখের প্রলোভন। তাদের কষ্টার্জিত ধন এক রাতেই উধাও হয়ে যায় যৌনকর্মীদের সঙ্গে আদিম খেলার মত্ততায়, -

> "গভীর হয়েছে রাত। গাঢ় হয়েছে বন্দরের নেশা। নাবিক আর ওদের ক্ষণপ্রেয়সীরা জোড়ায় জোড়ায় বার রেস্তোরার হল ছেড়ে উঠে যাচ্ছে একটুখানি নিভৃতির খোঁজে। যারা এখনো রয়ে গেছে তাদের বোধহয় শক্তি নেই দু'পায়ে উঠে দাঁড়াবার। ওদের নেতিয়ে পড়া মাথাগুলো কাঁধের উপর ধরে রেখেছে বন্দর মেয়েরা।"[৮]

তেমনই এক নাবিক হল মন্তু নাবিক। বুড়ো হলেও ফুর্তির হাটে পিছিয়ে নেই সে। ঠিক সময়েই জুটিয়ে নেয় এক শ্বেতাঙ্গিনী সখী। মন্তু সারেং যেন খেলার পুতুল। খেলনা পুতুলের মতো বিনা প্রতিবাদে আপনাকে সঁপে দেয় মেয়েটির হাতে। কিন্তু নবিতুনের স্বামী কদম নবিতুনকে ছুঁয়ে করা প্রতিজ্ঞার কথা ভোলে না। সে বিশ্বস্ত থাকে স্ত্রীর প্রতি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 357 - 362
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জাহাজের অনেক নাবিক আবার নানা রকম অকাজ-কুকাজের সঙ্গেও জড়িত। বিশেষ করে চোরাচালানি করে অনেকেই ধনী হয়, অনেকে বিত্তবান হওয়ার স্বপ্নও দেখে। মন্তু সারেং ও কদম সারেং-এর মাধ্যমে ঔপন্যাসিক বিষয়টিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মন্তু সারেং সেই দলেরই লোক যারা চোরাচালানি করে বড়লোক হয়। কিন্তু কদম সারেং?,

> "কদম সারেংয়ের মনে পড়ে বাপজানের কসম। বাপজানের সাথে একই জাহাজে কদমের প্রথম সমুদ্রযাত্রা। আসরের নামাজ পড়ছিল বাপজান। জায়নামাজটার এক পাশে বসিয়েছিল কদমকে। কদমকে পশ্চিম দিকে মুখ করিয়ে এক রকম কসম খাইয়ে নিয়েছিল বাপজান। বলেছিল, বাবা, হারামের রুজিতে কখনো হাত দিবি না। হারাম খাবি না। হারাম ছুঁবি না। হারামের রুজিতে কখনো বরকত নেই। তারপর হাত তুলে নামাজ অন্তে মোনাজাতটা শেষ করেছিল মজল সারেং। জায়নামাজটা গুটোতে গুটোতে বলেছিল আবার, যদি এসব করিস তবে আমার ব্যাটা নস তুই।"[৯]

তা ছাড়া, জব্বর সারেং-জন্য তাকে বিনা অপরাধে তিন বছর জেল খাটতে হয়েছে বলে সে এসব অপরাধের সঙ্গে জড়ায় না। শত প্রলোভনেও সে সৎ থাকে। ঔপন্যাসিক শহীদুল্লা কায়সার এরকম ছোটো ছোটো ঘটনার মাধ্যমে নাবিকদের জীবনবৈচিত্র্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তবে এক নাবিক বৌ-এর জীবনকাহিনি শোনানোর দিকেই ঔপন্যাসিকের ঝোঁক বেশি। মুসলিম সমাজের ধর্মীয় বিধিবিধান এবং অধঃপতিত মুসলিম সমাজের দৈন্যদশা দূর করে তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার প্রয়াস তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে দেখা যায়। যে সময়ে মুসলমান মেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, অবরোধবাসিনী, সেই সময় শহীদুল্লা কায়সার নারীদের মুক্তির কথা বলেছেন, যা আমাদের ভাবিত করে। নারীদের তিনি কেবলমাত্র সন্তানের প্রসূতি ভাবেননি, ভেবেছেন সকল সৎকার্যের প্রসূতি হিসেবে।

উপন্যাসের আখ্যানের প্রতিবেদনে দেখা যায়, নবিতুন স্বামীর দীর্ঘকালীন প্রবাস জীবনে স্বামীকে নিয়ে মনে মনে উদ্‌বিগ্ন হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু মনোবল হারিয়ে ফেলেননি। অভাব তাকে প্রতিনিয়ত কামড় মারে ঠিকই, কিন্তু সেই অভাবের কাছে মাথানত না করে একাই সংসারের হাল ধরে। অন্যের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধান এনে সেই ধান থেকে চাল তৈরি করে সে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু গঞ্জে ধানের কল বসার দরুন ঢেঁকি ছাঁটা চালের কদর অনেকটাই কমে যায়। তখন যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসী রূপের কাছে আরও অসহায় হয়ে পড়ে নবিতুন। কিন্তু কায়সারের নায়িকারা যেন বাংলা উপন্যাসের সমাজ সংস্কারের বেড়াভাঙা নারী। নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে পুরুষের দয়া নিয়ে বেঁচে থাকার নারী নবিতুন নয়। তাই তো নিজের বাঁচার পথ সে নিজেই ঠিক করে নেয়। অন্যের বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ করতে সম্মানে বাধে তার। তবু বেঁচে থাকার তাগিদে এবার চৌধুরি বাড়িতে গৃহস্থালির কাজ করতে থাকে নবিতুন। চৌধুরি বাড়ির ছোটো বউ তাকে নানাভাবে সাহায্য করে। কিন্তু সেখানেও বিপদ। দুশ্চরিত্র ছোট চৌধুরি, তার দিকে লোভের হাত বাড়াতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন, -

> "সমস্ত সমাজ যে চারিদিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোটো ক'রে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য যে ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেলচে-দান-পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে?"[১০]

নারী দেহলোভী লুন্দর শেখের মোকাবিলা করেছে নবিতুন। বলপূর্বক নবিতুনের সতীত্ব নষ্ট করতে গিয়ে নিজেই প্রাণ হাতে নিয়ে পালায় লুন্দর শেখ। লুন্দর শেখকে নিয়ে নবিতুনের ভয় কেটে গেছে। কিন্তু দুশ্চরিত্র ছোট চৌধুরির ভয় তাকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়ায়। সেই ভয়ে সে চৌধুরি বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

এরই মাঝে গ্রামে আগমন ঘটে নবিতুনের স্বামী কদমের। নবিতুন ফিরে পায় তার পুরোনো জীবন। স্বামীর সঙ্গে আদর-সোহাগে তার আনন্দে দিন কেটে যায়। মেয়ের বিয়ের কথা বলে। সন্তানসম্ভবাও হয়। খুশিতে তার মন নেচে ওঠে। কিন্তু যার কপালে সুখ লেখা নেই সে সুখী হবে কী করে? যারা তাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে শয্যাসঙ্গী করতে পারেনি তারা নবিতুনের নামে মিথ্যা রটায়। কদমের কাছে নবিতুনের চৌধুরি বাড়ির কাজে যাওয়ার কথা বলে। অতঃপর তাদের সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং নবিতুনের সন্তান মারা যায়, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 357 - 362
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বুঝি গলার আওয়াজ পেয়ে ঘুমটা ভেঙ্গে যায় নবিতুনের! ঘুম ভেঙ্গে গায়ের উপর শাড়িটা ঠিক করে নেয় ও। তারপর মরা ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ধীর পায়ে চলে আসে ঘরে।"[১১]

বউকে গালিগালাজ করে কদম আবার জাহাজের কাজে চলে যাবার জন্য মনস্থির করে। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। কেননা প্রকৃতি আঘাত হানে বামনছাড়ির জনপদের ওপর। সাইক্লোন ধেয়ে আসে উপকূলীয় অঞ্চলে। প্রবল ঝড়ে ও বানে ভাসিয়ে নিয়ে যায় মানুষের গড়া সভ্যতার যাবতীয় চিহ্ন। সাগরের পানি যেমন দু-পুরুষ আগে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বর্তমানে বামনছাড়ি গ্রামে বসবাসকারী মানুষদের পিতামহদের, তারও আগে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ঠিক তেমনই এবারও ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাদের সবকিছু–ঘরবাড়ি, বৌ, প্রেয়সী, শিশু সন্তানকে, -

> "ওদের পায়ের তলা দিয়ে চলে গেল, কিন্তু ডুবিয়ে গেল বামনছাড়ি গ্রামটা। ভাসিয়ে নিল ঘরবাড়ী। ভেসে গেল গরু ছাগল মোষ আর কিছু মানুষ। কদম নবিতুন, ওরা চোখ মেলে দেখল লুন্দর শেখের দোমালা দালান ছাড়া আর কোন ঘর অবশিষ্ট নেই বামনছাড়িতে।"[১২]

শেষ পর্যন্ত প্রবল ঝড়ে ও বানে ভেসে যায় কদম ও নবিতুনও। মৃত্যু হয় একমাত্র মেয়ে আককির।

জনমানব শূন্য চরে স্বামী কদমের অবস্থাও তথৈবচ। একটু পানির জন্য তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত মৃতপ্রায় স্বামীর আপন স্তনদুগ্ধ দিয়ে প্রাণ বাঁচায় নবিতুন। কিন্তু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে হাহাকার করে ওঠে কদম এবং বলে, -

> "একি করেছিস? একি করেছিস নবিতুন? পর করে দিলি? এমন দুষমনি করলি?"[১৩]

কারণ মুসলিম সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্ত্রীদুগ্ধ পান করা হারাম। যদিও এ ব্যাপারে কোরানে স্পষ্টভাবে কোনোকিছু উল্লেখ নেই। 'সূরা বাকারা'-তে উল্লিখিত আছে যে, মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু-বছর দুধ পান করাবে।'[১৪] নবিতুন গ্রাম্য নারী। পুঁথিগত বিদ্যা না থাকলেও সে জানে বিপদে মানুষের জান বাঁচানো ফরজ। সব প্রতিকূলতাকে জয় করা সাহসী নারী নবিতুন ভেঙে দেয় প্রচলিত ঘুণে ধরা সংস্কারের বেড়াজাল। সামাজিক অন্ধ অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে স্বীয় বিচারবুদ্ধি ও মানবীয় গুণের অধিকারী নবিতুন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এক নারীচরিত্র।

আসলে শহীদুল্লা কায়সার তাঁর 'সারেং বৌ' উপন্যাসের আখ্যানের প্রতিবেদনে অন্ত্যজ জীবন তথা নৌজীবীদের জীবনকথাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে সমুদ্র-তীরবর্তী পরিবারের অবক্ষয়, ভাঙন এবং পুনর্নির্মাণই 'সারেং বৌ' উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। এ ছাড়াও শহীদুল্লা কায়সার নারীর প্রশ্নেও অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন। কাজেই নারী চরিত্র নবিতুনের মাধ্যমে সমাজের যৌনতা, পুরুষতন্ত্র ও নৈতিকতার দ্বিমুখী মানদণ্ডকেও প্রকাশ করেছেন ব্যক্ত করেছেন আলোচ্য উপন্যাসের আখ্যানবিশ্বে।

Reference:

১. আলমগীর, শাহ (সম্পা.), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সাংবাদিক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০১৫, পৃ. ৩৪-৩৫
২. কায়সার, শহীদুল্লা, সারেং বৌ, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ১৯৮৮, পৃ. ১৬
৩. তদেব, পৃ. ১৪
৪. তদেব, পৃ. ১০-১১
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, পদ্মানদীর মাঝি, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪১৮, পৃ. ১৪
৬. কায়সার, শহীদুল্লা, সারেং বৌ, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ১৯৮৮, পৃ. ৮৯
৭. তদেব, পৃ. ১০২
৮. তদেব, পৃ. ৬২
৯. তদেব, পৃ. ৭৮
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ঘরে-বাইরে, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯১৫, পৃ. ১১
১১. তদেব, পৃ. ১২৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 357 - 362
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১২. তদেব, পৃ. ১৪৪
১৩. তদেব, পৃ. ১৫০
১৪. https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=240. Access on 29.03.2025 at 02:49 AM